তারিখ — 27/1/83
পৃষ্ঠা ... কলাম ...
ইত্তেফাক

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের করুণ অবস্থা

(কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার)

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষাধিক পুস্তকসমৃদ্ধ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার বিশৃঙ্খলায় বিপর্যস্ত। ছাত্র-শিক্ষকের নিকট ইস্যুকৃত বহু বই হকারের নিকট বিক্রয় হইয়াছে কিংবা গায়েব হইয়াছে। পোকায় বই কাটিতেছে। বই ক্রয়ে কয়েক লক্ষ টাকার অপচয় ঘটিয়াছে। পাতা কাটা বইয়ের প্রাচুর্য গ্রন্থাগারের সাধারণ দৃশ্য। প্রয়োজনীয় বইয়ের অভাব ছাড়াও বই সরবরাহে ও সাজানোতে অনিয়ম পাঠকদের পীড়া দেয়। সর্বোপরি ক্লাস ছুটির দিনে লাইব্রেরী থাকে বন্ধ।

লাইব্রেরীতে বিভিন্ন বিষয়ের উপর পুস্তকাদির বিষয়ওয়ারী তালিকা নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে যে-সব গবেষণা প্রকল্প চলিতেছে, সেগুলির জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের পুস্তকাদিও খুঁজিয়া বাহির করা মুশকিল হইয়া পড়ে।

(৫ম পৃঃ দ্রঃ)

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

(১ম পৃঃ পর)

এ লাইব্রেরীতে জার্ণালের নিবন্ধমালার কোন সূচী রাখা হয় না। বই সাজানোর সঠিক নিয়মপদ্ধতি এখানে নাই। ইস্যুকৃত বইয়ের রেকর্ড সংরক্ষণের কোন পদ্ধতিও নাই। ফলে ছাত্র-শিক্ষকদের নিকট ইস্যুকৃত বই ঠিকভাবে এবং ঠিক সময়ে ফেরত পাওয়া যায় না। অনেক ইস্যুকৃত বই ফেরীওয়ালার কাছে সেরদরে বিক্রি হইয়াছে। সম্প্রতি সাড়ে ৪ হাজার টাকা দামের একটি বই ফেরীওয়ালার নিকট হইতে উদ্ধার করা হয়। লাইব্রেরীতে দৈনিক পত্রিকা সংরক্ষণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা নাই।

যে কারণে বিশৃঙ্খলা

এসব অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা সম্পর্কে লাইব্রেরীর জনৈক কর্মকর্তা বলেন, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মচারীর অভাবেই এসব ঘটিতেছে।

লাইব্রেরীতে মোট ৬৬ জন ষ্টাফের মধ্যে মাত্র ৫ জন অফিসার-কর্মচারী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। তন্মধ্যে আবার দুইজন ব্যক্তিগত খরচে প্রশিক্ষণ লাভ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, কমপক্ষে আরও ২০ জন ষ্টাফকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া না হইলে সুষ্ঠুভাবে লাইব্রেরী পরিচালনা করা সম্ভব নয়। লাইব্রেরীতে বিভিন্ন বিভাগে বইয়ের মওজুদ সংখ্যা কত তাহা সংশ্লিষ্ট কর্মচারীরা বলতে পারে না।

ধার বিভাগে বইয়ের অভাব

লাইব্রেরীতে ৬টি বিভাগের মধ্যে ধার বিভাগটির অবস্থা করুন। এ বিভাগে ১৩,৮২৭ কপি বই থাকিলেও প্রতি বিষয়ের উপর ৪ হইতে ৫ কপি বইয়ের বেশী নাই। ফলে ছাত্ররা ধারে বই সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না। জানা গিয়াছে উক্ত বিভাগে বিভিন্ন বিষয়ের উপর আরও ৫ হইতে ৭ হাজার কপি বই প্রয়োজন।

এ বিভাগে প্রয়োজনের চেয়ে অপ্রয়োজনীয় বই-ই বেশী ক্রয় করা হইয়াছে এবং ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েক লক্ষ টাকা অপচয় করা হইয়াছে। গৃহপালিত পশুর সংক্রামক ব্যাধির উপর একটি ইংরেজী বই ৩০০ শত কপি ক্রয় করা হইয়াছে। অথচ প্রয়োজন হয় মাত্র ৬০ কপি। মৃত্তিকা পদার্থ বিজ্ঞানের এক বই ক্রয় করা হইয়াছে ১৩৬ কপি, উহার বাৎসরিক চাহিদা মাত্র ৫০ কপির বেশী নয়। মৎস্য চাষের উপর এক বই ৩০০ শত কপি ক্রয় করা হইয়াছে, কিন্তু চাহিদা মাত্র ৭০ কপি। এই ধরনের কম প্রয়োজনীয় বই বেশী ক্রয় করার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ লক্ষ ২০ হাজার টাকা অপচয় করা হইয়াছে। উক্ত বিভাগে ৭টি বিষয়ের উপর কোন বই নাই। বিষয়গুলি হইতেছে, ফসলতত্ত্ব, উদ্যানতত্ত্ব ফার্ম ম্যানেজমেন্ট, গ্রামীণ সমাজতত্ত্ব ও মৌলিক কৃষি প্রকৌশল। ধার বিভাগের মত অন্যান্য বিভাগেও অপ্রয়োজনীয় বই ক্রয়ের অভিযোগ রহিয়াছে।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ডঃ আবুল কালাম মোহাম্মদ আমীনুল হক বলেন, ক্লাস ছুটির দিনে লাইব্রেরীতে ছাত্র-হাজিরা বেশী হইলে অবশ্যই লাইব্রেরী খোলা রাখার ব্যবস্থা করা হইবে।